দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 2018
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কচুয়া (চাঁদপুর) : পরিত্যক্ত স্কুল ভবনের সামনে ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা —ইত্তেফাক

সাত বছর ধরে দারচর স্কুলের ক্লাস চলে খোলা আকাশের নিচে

■ কচুয়া (চাঁদপুর) সংবাদদাতা

কচুয়ার দারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টানা সাত বছর ধরে খোলা আকাশের নীচে চলছে পাঠদান। পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে বহু বছর আগে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষের অভাবে কখনো খোলা আকাশের নিচে, কখনো ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বারান্দার নিচে ও খোলা মাঠে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। আকাশে মেঘ জমলেই স্কুল ছুটি হয়ে যায়।

কয়েক বছর আগে বিদ্যালয়টিতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী থাকলেও বর্তমানে কমে গেছে। এমনকি অধিকাংশ শিক্ষার্থী বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কায় বিদ্যালয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে। এমনি শোচনীয় রূপ ধারণ, একাডেমিক ভবন ও শৌচাগার না থাকা এবং দরজা-জানালা আসবাবপত্রের অভাবে চরম সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বিদ্যালয়টি।

এলাকাবাসী জানায়, ১৯৭২ সালের তৎকালীন সময়ে এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ৩৩ শতাংশ ভূমির ওপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বার বার অবহিত করার পর জেলা শিক্ষা অফিসার ২০১৫ সালে পরিদর্শন করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এ বিদ্যালয়ে ক্লাস না নেয়ার কঠোর নির্দেশ দেন। কিন্তু শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষের অভাবে বাধ্য হয়ে ভবনের বারান্দা ও মাঠে খোলা আকাশের নিচে বছরের পর বছর পাঠদান চালিয়ে আসছেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে শতভাগসহ সন্তোষজনক ফলাফল করে আসছে।

প্রধান শিক্ষক মো. কামরুজ্জামান জানান, শিক্ষকদের নিজ অর্থায়নে ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পাশে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনসেড ঘর নির্মাণ করে দুই সিফটে শিক্ষার্থীদের বিকল্প পাঠদান করা হচ্ছে।

কচুয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসার হেমায়েতুল ভূইয়া ফারুক জানান, কচুয়ায় ১৯টি ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা করে ভবন নির্মাণের জন্য জেলায় পাঠিয়েছি। পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়গুলোর ভবন নির্মাণ করা হবে।